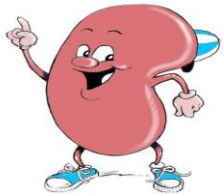

নেফ্রোটিক সিনড্রোমঃ

১০ বছরের নীচে শিশুদের কিডনী রোগের মধ্যে নেফ্রোটিক সিনড্রোম রোগটি খুবই সাধারণ একটি রোগ।

রোগ উপসর্গঃ

সাধারণত বাবা-মা যদি তাদের বাচ্চাদের সকালে ঘুম থেকে উঠলে চোখের পাতার চার পাশে ফোলা দেখেন, প্রস্রাবের পরিমান কমে যায় ও সারা শরীর ফুলে যায় তবে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

বাবা-মা দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ

১. **এটা কি ধরনের অসুখ?**
   উত্তরঃ এই অসুখে আপনার বাচ্চার প্রস্রাবের সাথে অস্বাভাবিক হারে অতিরিক্ত প্রোটিন বা অ্যালবুমিন বের হয়ে যাচ্ছে।

২. **কেন এই প্রোটিন বের হয়ে যাচ্ছে?**
   উত্তরঃ সাধারনত সুস্থ বাচ্চাদের কিডনী দিয়ে অস্বাভাবিক বেশি মাত্রায় প্রোটিন লিকেজ / বের হয় না কারন কিডনীতে ছাকনীর মত কাজ করে নেফ্রন যা প্রোটিন অস্বভাবিক হারে বের হতে বাধা দেয় এবং দুষিত জিনিস বের করে দেয়। কিন্তু এই ছাকনীর ছিদ্রতে বা ছাকনীতে কোন সমস্যা হলে এর কাজ ব্যাহত হয় এবং প্রোটিন লিকেজ হয়।

৩. **গা ফুলে যাচ্ছে বা পানি আসছে কেন?**
   উত্তরঃ প্রোটিন বা অ্যালবুমিন প্রস্রাব দিয়ে বের হয়ে গেলে শরীরের প্রোটিনের পরিমান কমে যায় এর ফলে শরীরে পানি চলে আসে এবং মুখ, হাত, পা ও সারা শরীর ফুলে যায়।

৪. **আমার বাচ্চারই এই রোগ কেন হলো? এটা কি কোন ইনফেকশন বা সংক্রমনের জন্য হয়েছে?**
   উত্তরঃ আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ করার জন্য Immune System থাকে, এই রোগটি Immune mediated রোগ। এর মানে হল এই Immune System এর কাজের ব্যাঘাত ঘটলে কিডনীর ছাকনী বা নেফ্রনের কার্যক্ষমতা নষ্ট হয় ফলে প্রোটিন লিক হয়। সাধারণত এই রোগে কিডনী ফেইলিউর হয় না।

৫. **এটা কি একবারই হয়? নাকি আবার হবে?**
   উত্তরঃ সাধারণত ১০-১৫ বছর পর্যন্ত এই রোগটি বার বার হবার সম্ভবনা থাকে। পুনরায় দেখা যাওয়াকে Relapse বলে। অনেক রোগীর আবার একবার হওয়ার পর আর Relapse হয় না, কারও কারও আবার দু'একবার হয়, কারও আবার অনেক বেশিবারও হতে পরে। সাধারনত ইনফেকশন/এলার্জি Relapse হবার জন্য Trigger হিসাবে কাজ করে।

৬. **এই রোগ নির্নয় করা যায় কিভাবে?**
   উত্তরঃ কিছু রক্ত ও ইউরিন (মুত্র) টেস্ট করে এরোগ নির্নয় সম্ভব। কিন্তু কিছু কিছু জটিল নেফ্রোটিক সিড্রোমে কিডনী Biopsy (টিস্যু নিয়ে পরীক্ষা) করা লাগে।

উপদেশঃ

১. শিখানো মত- প্রস্রাব জ্বাল দিবেন / ইউরিন স্ট্রিপ দিয়ে প্রতিদিন প্রস্রাব টেস্ট করবেন। পরপর ৩ দিন প্রস্রাব জ্বালে অর্ধেকের বেশী তলানী পরলে/ইউরিন স্ট্রিপ টেস্টে এলবুমিন +++ হলে ডাক্তারের সংগে যোগাযোগ করবেন।

২. এই রোগে চিকিৎসায় স্টেরয়েড হলো বিশ্ব স্বীকৃত ঔষধ, এ ঔষধ ব্যবহারে কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। যেমন- গাল ফুলে যাওয়া, রুচি বেড়ে যাওয়া, রোগ প্রতিরোধ কমে যাওয়া। ভয়ের কিছু নেই, ঔষধ বন্ধ করলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া চলে যাবে। ঔষধ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া বন্ধ করা যাবে না।

৩. এরোগে বাচ্চাদের খাবারে বাড়তি লবন, চিপস, মুড়ি, অতিরিক্ত চর্বি জাতীয় খাবার দেওয়া যাবে না। নরমাল প্রোটিন দেয়া যাবে।

৪. এই রোগে প্রস্রাবে প্রোটিন লিক হওয়ার কারনে অনেক রোগ প্রতিরোধক প্রোটিন (Immunoglobulin) লস হয়, ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং স্টেরয়েড ব্যবহারেও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে, ফলে যখনই তার পেট ব্যাথা বা অন্য কোন উপসর্গ দেখা যাবে, ডাক্তারের কাছে বাচ্চা নিয়ে আসতে হবে।

৫. স্টেরয়েড চলা অবস্থায় বাচ্চাকে কোনও প্রকার Live vaccine /যেমন- পোলিও, এম.এম.আর দেওয়া যাবে না। আবার কিছু vaccine আছে যা দিতে হবে, এ বিষয়ে কিডনী বিশেজ্ঞ ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করে জেনে নিতে হবে।

৬. স্টেরয়েড চলা অবস্থায় বাচ্চার চিকেন পক্স (Vericella) হলে স্টেরয়েড বন্ধ করে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

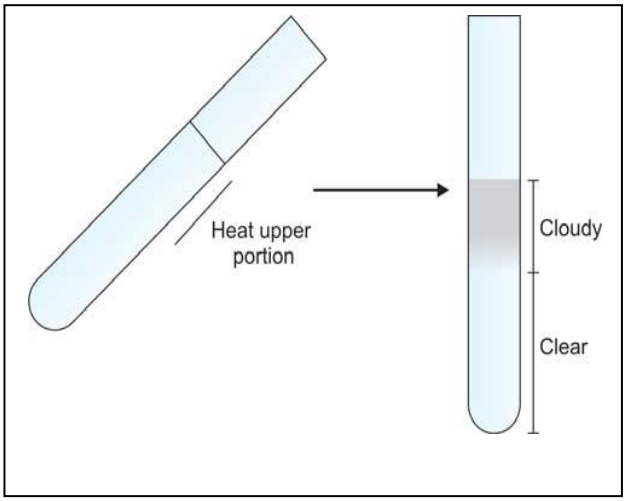

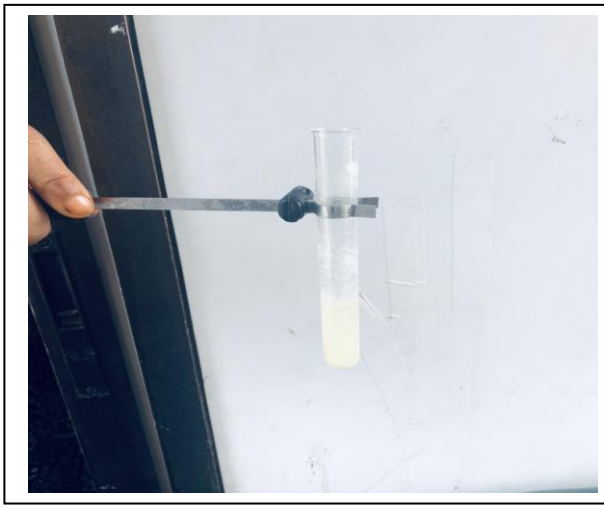

Prepared by
Dr. Azmeri Sultana
Associate Professor of Pediatric Nephrology
Dr. M R Khan Children Hospital &
Institute of Child Health